R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-09

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য—সভাপতি
নিমাইচন্দ্র সাহা—সম্পাদক

৯৫শ বর্ষ
৫০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৬ সাল।
১৩ই মে, ২০০৯ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

কিছু ছোটখাটো ঘটনা বাদে জঙ্গিপুর এলাকায় ভোট শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৭ মে লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা ভোট গ্রহণের দিন জঙ্গিপুর এলাকা কিছু ছোট ঘটনা বাদে শান্তিপূর্ণ ছিল। প্রণব মুখার্জীর দৌলতে এই কেন্দ্রটি বিশেষ গুরুত্ব পাই বাইরের কাছে। প্রণববাবুর রঘুনাথগঞ্জ ভবনের সামনে ঐ দিন মিডিয়ার গাড়ীতে ছয়লাপ হয়ে থাকে। প্রণববাবু সারা দিনমানে ঘরের বাইরে আসেননি। সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের জন্য লনে এসে গা ঝাড়া উত্তর দিয়ে আবার ভেতরে চলে যান। জঙ্গিপুরে ভোট পড়ে ৭৫ শতাংশ। সকাল ১০টা নাগাদ সূতীর বংশ[illegible]টী গ্রামে ১ ও ২ বুথে তপশীলি মহিলাদের দীর্ঘ লাইনের কাছে বোমা পড়লে লাইন [illegible] যায়। এই খবর পেয়ে বাম প্রার্থী মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য স্বয়ং ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজি[illegible] তিনি জানান—এরা আমাদের দলের সমর্থক। কংগ্রেসীরা ব্যাপক জমায়েত দেখে বোমা ফেলে। পুলিশও পক্ষপাতিত্ব করে। এলাকায় উপস্থিত থেকে ৬টি বুথে নির্বিঘ্নে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করি। মৃগাঙ্ক জানান—আগের রাতে জঙ্গিপুর লাগোয়া লালখাঁনদিয়ার মন্ডলপাড়ার ২৯/৩০ বুথের কাছে কয়েকটি বোমা ফাটে। আমাদের এক সময়ের লোক ইলিয়াস চৌধুরী এখন তার ব্যবসার স্বার্থে প্রণব মুখার্জীর ছত্র-ছায়ায়। তারাই বোমা ফেলে বুথ দখলের মহড়া দিচ্ছিল। (শেষ পৃষ্ঠায়)

আমার পরাজয় হলে তা হবে নৈতিকতার জয়—মৃগাঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়ে না দাঁড়ালে অনেক কিছুই অনুভবের বাইরে থেকে যেত। বর্ষীয়ান হেভি ওয়েট নেতা প্রণব মুখার্জী এবারের নির্বাচনে কোন রকম নীতির ধারে কাছে যাননি। তাঁকে জেতাতে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, আসাম থেকে শিল্পপতিরা জঙ্গিপুরে এসে ভিড় করেন। প্রণববাবুর প্রচারের নামে বাড়ী বাড়ী ঘুরে টাকা, চাকরির নানা প্রলোভন, কোথাও কোথাও আ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পর্যন্ত দিয়ে আসেন ঐ সব শিল্পপতিরা। উঠতি যুবকদের জন্য তারা চার/পাঁচ মারুতি ভ্যান ভর্তি মদও নিয়ে আসেন। ভোটের তিন দিন আগে থেকে ঐ সব মদ এলাকায় এলাকায় বিলির ব্যবস্থা করা হয়। মৃগাঙ্কবাবু বলেন, রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুর ও সূতী বিধানসভা এলাকায় ১০০ কোটি টাকার হরিলুঠ চলে বিড়ি কোম্পানী মালিকদের মদতে। চারিদিকে উড়ন্ত টাকার ফুলঝুরি। আগামী প্রজন্মের চরম ক্ষতি করে দিলেন প্রণববাবু। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতার মর্যাদা কোন দিক দিয়েই রাখলেন না। সিনেমার নায়ক দিয়ে প্রচার, (শেষ পৃষ্ঠায়)

এবার সব গণনাই জঙ্গিপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশে এবার জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভার ভোট গণনা জঙ্গিপুরেই হচ্ছে। নবগ্রাম, খড়গ্রাম ও [illegible]বালগোলার গণনা কান্দী ও লালবাগে হবার কথা ছিল। প্রত্যেকটা বিধানসভার ভোট গণনায় ১৬টি করে টেবিল থাকছে। প্রত্যেক টেবিলে কর্মীরা ছাড়া নিযুক্ত থাকছেন একজন মাইক্রো অবজারভার, একজন সুপারভাইজার ও একজন এ্যাসিঃ সুপারভাইজার। সকাল আটটা নাগাদ ভোট গণনা শুরু হবে। চূড়ান্ত ফলাফল বেলা দুটোর মধ্যে প্রকাশ পাবে বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর মনে করছে।

'এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই প্রণববাবু ভোট পাবেন'

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত লোকসভা ইলেকসনে প্রণব মুখার্জী কংগ্রেসের প্রার্থী হলে সি পি এম প্রচার রাখে—প্রণববাবু জিতে দিল্লী পালিয়ে যাবে। এখানে কোন উন্নয়ন হবে না। কিন্তু এলাকার মানুষ দেখলেন অন্য চিত্র। স্থানীয় প্রার্থীর থেকেও এলাকার কোণায় কোণায় বেশী ঘুরেছেন প্রণববাবু। সাধারণভাবে লোকজনের সঙ্গে খোলামেলা (শেষ পৃঃ)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, আরিস্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাস্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

স্টেট ব্যাংকের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪০৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১১১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৬ সাল।

॥ মূল্যবৃদ্ধিতে ॥

নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দর ক্রমশঃ এমন ঊর্দ্ধমুখী হইয়াছে যে, মানুষ আজ দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন। প্রতিটি জিনিস ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। জীবন ধারণের জন্য যাহা অবশ্যই প্রয়োজন, যেমন চাল, ডাল, আনাজপত্র, তেল, চিনি, গম, পোস্ত, কেরোসিন ইত্যাদি দিনের দিন দরবৃদ্ধির তিলক পরিয়া ভোক্তাদিগকে যেন বিদ্রূপ করিতেছে।

সাধারণ চাল প্রতি কেজি ১৫ হইতে ১৭ টাকা; সরিষার তেল নামধেয় বস্তুটির এক কেজির দাম ৬৫ টাকা; পোস্ত ৫৫০/৬০০ টাকা কেজি। রেশনে চিনি কেরোসিন অতি অল্প পরিমাণ মিলে। বাহির হইতে কিনিতে গিয়া চক্ষু ছানাবড়া হইতেছে। সর্বপ্রকারের ডাল এত দামী হইতেছে যে, ডাল রান্না এক মহাদায় হইতেছে। আলু ১২/১৩ টাকা কেজি। ঝিঙ্গা, বেগুন ১৬ টাকা; পেঁয়াজ করলার দর তেমনই চড়া। মাছ-মাংস-ডিম সাধারণ মানুষের কাছে স্বপ্ন। চারাপোনা ৬০/৭০ টাকা, একটু বড় রুই-কাতলা-মৃগেল ১২০ টাকা, ঐ শ্রেণীর অভিজাত মাছ ২৫০ টাকা হইতে ৩৫০ টাকা; মাংস ২০০ টাকায় স্থিতিশীল। ছাগবিষ্ঠা আকৃতির রসগোল্লা-পানিতোয়া ২.৫০ থেকে ৩.০০ টাকা পিস। বর্তমানে আলুসিদ্ধ, ডালসিদ্ধ ও ভাত খাওয়ার চাহিদা মিটানই সমস্যার কথা।

জিনিসপত্রের এত দাম হওয়া অনুচিত। আনাজপত্রের দর চাল-ডাল ইত্যাদির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া হয়ত বাড়িয়াছে। আলুর উৎপাদন কম হইলেও বাহিরে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া এত দাম। এই চালান রোধ করা যায় নাই। চাল, চিনি, ডাল, কেরোসিন প্রভৃতি চোরা পথে বাংলাদেশ পাড়ি দিতেছে, এইজন্য চালের দরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। গোপন পাচার বন্ধ করিবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ইহার গতি অব্যাহত। ভোজ্য তেলের উৎপাদন কম হইলেও ঘাটতি পূরণের জন্য সময় মত তৎপরতা থাকিলে এত দুরবস্থা হইত না।

সরকারী, আধাসরকারী স্তরের কর্মচারীদের দফায় দফায় মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যাঁহারা বেসরকারী কর্মী, তাঁহাদের অবস্থা সঙ্গীন। যে সীমিত উপার্জন লইয়া তাঁহারা সংসার-যাত্রা নির্বাহ করেন, তাহা আজিকার দরবৃদ্ধির দিনে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। আজ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের দিনযাপনের গ্লানি অত্যন্ত প্রকট।

জিনিসপত্রের দর নিয়ন্ত্রণ সরকারী কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সুতরাং যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে তাহার অস্বাভাবিকতা রোধ করিতে সরকারকে আগাইয়া আসিতে হইবে। দেশে ঘনঘন ভোট হইলে আর দলের প্রচারে ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে মোটা টাকা আদায় করিলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কোন দিনই কমিবে না। মানুষ আরও জেরবার হইয়া পড়িবে। শুধু আক্ষেপ করা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর নাই।

এখন মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে রাজ্যের সব রাজনৈতিক দলই আশ্চর্যরকমে নীরবতা পালন করিতেছে। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, মূল্যবৃদ্ধির জন্য বিরোধী বাম রাজনৈতিক দলগুলি আন্দোলন করিয়াছে; ট্রাম-বাস পুড়িয়াছে। আজ বামশাসিত জমানায় সব শান্ত; এমন কি বর্তমান বিরোধী দলগুলিও।

আমার ভোট-দর্শন

শীলভদ্র সান্যাল

রবীন্দ্র-জন্ম মাসের মধ্যেই হৈ হৈ করিয়া বাঙালির জনজীবনে লোকসভা ভোটের মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িল। এমন কোন বিষয় নাই, যাহা লইয়া রবীন্দ্রনাথ লেখেন নাই, তিনি বঙ্গভূমে ভোট সম্বন্ধে লিখিবেন না, তাহা কি হইতে পারে? কিন্তু আমি রবীন্দ্র-গবেষক নহি, এ বিষয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে দুষ্কর। তবে রবীন্দ্র ঢঙে দুই-চারি পঙক্তি এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে, পুণ্যে-পাপে-দুঃখে-সুখে-পতনে-উত্থানে/ভোটার হইতে দাও তোমার সন্তানে/হে স্নেহার্ত ভোটেশ্বরী পার্টি সদস্যরে/ক্যানভাস করিতে দাও প্রতি দোরে দোরে। ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ পুণ্যাত্মা ব্যক্তি, তাঁহার বাণী লইয়া এই-ভাবে অনধিকার চর্চা করা কোনও কাজের কথা নহে। এই ভাবিয়া, মনে মনে তাঁহার নিকট মার্জনা চাহিয়া লেখনী পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধান্ত লইলাম, স্বয়ং ভোট-দর্শনে বাহির হইব। অগ্রে দর্শন, তৎপর বর্ষণ।

পত্নী-ভক্ত ছা-পোষা বাঙালি গৃহস্থ আমি, অতএব অনুমতির অপেক্ষায় গৃহিণীর নিকট ভয়ে ভয়ে মনোবাঞ্ছা নিবেদন করিলাম। শুনিবামাত্রই তিনি ঝংকার দিয়া উঠিলেন, সামান্য মাস্টারি কর, ভোটের তুমি বোঝটা কী, অ্যাঁ? এ কি নমঃ শিবায়? দুটো বেলের পাতা দিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালা? শোন বাইরের হাওয়া গরম, একদম বেরোবে না।

কিন্তু পত্রিকা থেকে আমাকে যে—কিছু বলিবার উদ্যোগ করিতেই, তিনি ঝাঁঝাল কন্ঠে বলিলেন, নিকুচি করেছে তোমার পত্রিকা! উঃ মাগো! এই লোকটার মাথায় একটু যদি বুদ্ধি থাকে। রাজনীতি নিয়ে কিছু লিখতে যেয়ো না। ফেঁসে যাবে বলে দিচ্ছি।

অতঃপর ছলনার আশ্রয় লইতে হইল। আবাল্য আমার তাস খেলার নেশা। তাহার দোহাই দিয়া ভোটদর্শনে চুপিচুপি পথে বাহির হইলাম।

দেখিলাম, সত্যই হাওয়া গরম। পথে কিছু সময় অন্তরই বিভিন্ন দলের মিছিল আসিতেছে, যাইতেছে। তাহাদের সে কী সব রক্ত-গরম-করা শ্লোগান! মহাব্যোমের সহিত সে কী মুষ্ঠিযুদ্ধ! হৃদয় উদ্দীপিত হয়, মন-প্রাণ আন্দোলিত হইয়া ওঠে। ইহাদের আত্মত্যাগ, উচ্চ আদর্শ, আপোষ-হীন সংগ্রামী মানসিকতা দেখিয়া মনে মনে যেমন চমৎকৃত হইলাম, তেমনই নিজের জীবনের প্রতি একপ্রকার ধিক্কার জন্মাইয়া গেল। ভাবিলাম, ছাত্র ঠেঙাইয়া বৃথাই এই অমূল্য জীবন অতিবাহিত করিলাম। দেশের, সমাজের তো কোনও কাজে লাগিলাম না। এ জীবনের মূল্য কী?

আমার নৈরাশ্যজর্জর মন যখন এইরূপ দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন হইবার আয়োজন করিতেছে, তখন পৃষ্ঠদেশে এক থাবরা খাইয়া, চমকাইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, আমার এক বাল্যবন্ধু। ত্বরিতে বিড়িতে অগ্নি সংযোগ করিয়া চাপাস্বরে বলিয়া উঠিল, এবার কিছুতেই ওদের সরকার গঠন করতে দিচ্ছি না, বুঝলি। আসল কথা হল, মুসলিম ভোট, সেটাই ডিসাইসিং ফ্যাক্টর হয়ে উঠবে, এই তোকে বলে রাখলাম।

লোকসভা আর মিউনিসিপ্যালিটি ভোটের ক্যারাকটার তো এক নয়, প্রসঙ্গ তুলিতেই অন্য দলের মুখপাত্রটি বলিয়া উঠিলেন, জেনে রাখুন, এবারও আমরা ফিরে আসছি। মানুষ অনেক সচেতন, চেহারা দেখে ভোট দেয় না, কাজ দেখে ভোট দেয়।

সর্বাংশে সত্য। কাজ যে হয় নাই, অতি বড় নিন্দুকেও সে কথা অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু ভোটের মুখোমুখি এই যে বিপুল উন্নয়নের ঢেউ, ইহার একটা নেগেটিভ এফেক্ট, বা দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকিবার ফলে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর—এগুলিও তো প্রধান হইয়া উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে (৩য় পৃষ্ঠায়)

এবারের সম্ভাব্য ফলাফল

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

গণৎকার বা দূরদ্রষ্টা নই। নানা মুনির নানা মত, এবং সর্বদা যাঁরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন তাঁদের সঙ্গে মত বিনিময় করে ও পরিস্থিতি দেখে যা হবে বলে মনে করছি তাই বলছি। রাজ্যে এবার বিজেপি ১, এসইউসি ১, কংগ্রেস ৭টা মত, বামেরা ১৬ বাকী ৮টা মমতা পাবে।

রাজ্য ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে সরকার গড়বে এন ডি এ। রাষ্ট্রপতি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে বিজেপি-কে ডাকতে বাধ্য হবেন সংবিধান মেনে। যে ১০/১৫ দিন সময় শ্রীআডবানী পাবেন তাতে এন ডি এ জোট কংগ্রেসের জোটের থেকে বিশাল ব্যবধানে থাকবে। বিজেপি একাই পাবে ১৮০ এর কাছাকাছি। জোটদল, যার মধ্যে মায়াবতী, টিডিপি এবং নবীন নিয়ে আসবেন আরো ৫৫ সাংসদ। সব মিলে এরা হবেন ১০৩ মতো। তাহলে সংখ্যা দাঁড়ালো ২৮৩, দরকার ২৭২ জন। কংগ্রেস একা পাবে ১১৫ মতো। অন্যরা ঐ জোটের ১১০ মতো। তাহলে দাঁড়ালো ২২৫ সাংসদ। বামেরা নিয়ে যাবে সাকুল্যে ২৩ জন। এই ২৪৮ সাংসদ ছাড়া ওদের ভাঁড়ার শূন্য। নির্দল ঘোড়া ২/৪টা যারা থাকবে তারা ২৮৩ ছেড়ে মনে হয় ২৪৮ এ যাবে না। আমাদের হিসাবে দলগত ফলাফল হতে পারে এই রকম—বিজেপি ১৮০, কংগ্রেস ১১৫, বামফ্রন্ট ২৫, মায়াবতী ৩৫, নবীন ৮ মোলায়েম ২৫, লালু ৮, পাশোয়ান ৩, শিবু ৫, নীতিশ ১৭, অজিত সিং ৩, চৌতালা ৩, আকালী দল ৩, সাংমা ১, মমতা ১৮, ন্যাশানাল কনফারেন্স ৩, পি ডি পি ১, শারদ পাওয়ার ১৩, শিবসেনা ১১, চন্দ্রবাবু ১২, দেবগৌড়া ৪, ডি এম কে ১৭, মুসলিম লীগ ১২, জয়ললিতা ১৫। এঁদের মধ্যে ব্যাপার স্যাপার দেখে মায়াবতী, চন্দ্রবাবু, জয়ললিতা, নবীন পট্টনায়ক এন ডি এ-তেই আসবেন। কেননা জয়ললিতা ও চন্দ্রবাবু কখনোই ডি এম কে-র পক্ষে থাকবেন না। মায়াবতী মরে গেলেও মুলায়েমদের পক্ষে থাকবেন না। প্রণববাবুর সব তালার চাবি এখানে অকেজো। এমন কি একটা সম্ভাবনা তৈরী হতে পারে—এন ডি এ-র কিছু আসন বদি ছিটকে সংখ্যালঘু ভোট যেভাবে প্রণববাবুদের দিকে বাম্পার সুইং করেছে তাতে করে ইউ পি এ বাড়তি কিছু আসন পেয়ে যায় এবং ২৭২ ম্যাজিক সংখ্যার কাছাকাছি চলে যায় তাহলে মমতা দিদি আরো বিপদে পড়বেন। তখন মমতাকে ফেলে মন্ত্রী হতে তাঁর ১৭/১৮ জনের ২/১ জন বাদে সবাই পালাবে। নড়বড়ে সরকার ৬/৭ মাসের জন্যে হতেও পারে। নেহাত এই দুর্ঘটনা হলে।

জঙ্গিপুরে আমরা কেউ চাইনি প্রণববাবু হেরে যাক। মৃগাঙ্কবাবুর দলের না পাওয়া কর্মীদের ক্ষোভ, তাঁর অহমিকা, দলের লোক ছাড়া কাজ না করা, রাজনীতির বাইরে সামাজিক জীবনের দেনা পাওনার মূল্য না দেওয়া, কিছু তাঁবেদার পরিবেষ্টিত হয়ে থাকা, স্বজন পোষণ, সর্বোপরি তাঁর দলের মুখ্যমন্ত্রীর প্রণব বন্দনা তাঁর হেরে যাবার পথ মসৃণ করেছে। তবে সারা ভারতের মিডিয়াদের নির্লজ্জ একপেশে ব্যবহার, প্রণববাবুকে তুলে ধরা, নটনটী খেলোয়াড়দের নিয়ে বাজার মাৎ করা, কেন্দ্রীয় সরকারের হেভি ওয়েট মন্ত্রীর ক্যারিসমা—লড়াইটাকে আগেই শেষ করে দিয়েছিল। এ অসম লড়াই এর কোন মানে হয় না। নির্বাচন কমিশন তাকিয়ে দেখেছেন তাঁদেরই এক 'বস্' সর্বশক্তি রাষ্ট্রের পক্ষ হতে ব্যবহার করেছেন কিভাবে। কোনও সভ্য দেশে এভাবে সকলের হাত পা বেঁধে একজনকে এ্যাসল্ট রাইফেল ধরিয়ে দিয়ে লড়াইতে নামিয়ে তাকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

আমার ভোট-দর্শন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তিনি তাৎপর্যপূর্ণ হাসি ছুড়িয়া দিলেন, যাহার অর্থ, আর ক'টা দিন সবুর করুন না। দেখুন না কী হয়!

ঠিকই। কথায় আছে, সবুরে মেওয়া ফলে। অতঃপর দেখিলাম, এক সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক এদিক পানে আসিতেছেন। চুল অবিন্যস্ত, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, স্কন্ধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। অনুমান করিলাম, ইনি কোনও বুদ্ধিজীবী হইবেন। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়, আপনার ভোট-দর্শন কিরূপ।' তিনি বিজাতীয় ভাষায় উত্তর দিলেন, 'দীজ আর অল বোগাস। আই অ্যাম লীস্ট ইন্টারেস্টেট অ্যাবাউট ইট।'

—তবুও যদি কিছু বলেন।

—শুনুন মশাই, তিনি মাতৃভাষায় ফিরিলেন, ভারতবর্ষে গণতন্ত্র বলে কিছু আছে নাকি? যা আছে, সব দলতন্ত্র। পার্টিগুলো এক একটা ইন্ডাস্ট্রি। লোকেরা ক'রে খাচ্ছে। কমিটমেন্ট ব'লে কিস্যু নেই।

দেখা হইল এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে। তাঁহার মন্তব্য এইরূপ, 'দ্যাখ্, মূল ব্যাপার হল ভোটিং মেসিনারি। যে দল যত বেশি করে এই মেসিনারিকে কব্জা করতে পারবে, তারই কেল্লা ফতে। জনতা হ'ল গড্ডালিকা। ঠিক ঠিক তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ব্যালট খোঁয়ারে ঢোকাও।'

অবসরপ্রাপ্ত হেড স্যারকে প্রণাম করিয়া উদ্দেশ্য নিবেদন করিতেই তিনি সাফ জানাইয়া দিলেন, ব্যক্তিগত প্রভাব বা দলীয় সংগঠন শক্তি নহে, কাজের নিরিখেই ভোট প্রাপ্য হওয়া উচিত। তবে, সাথে সাথে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিলেন না, কোনও দল দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকিলে, দুর্নীতি আপনিই আসিয়া বাসা বাঁধে। সেজন্য প্রয়োজন ক্ষমতার হস্তান্তর ও সেই সাথে স্ট্রং অপোজিসন। ইহাই সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ।

উঁকি দিলাম, এতদঞ্চলের এক প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠীর গদিতে। আমার কথায়, বণিক কুলপতির চন্দনচর্চিত গৌর মুখ-মন্ডল নিগূঢ় হাস্যে ভরিয়া উঠিল। সুদৃশ্য পিতলের পাত্রে পানের পিক ফেলিয়া ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলিলেন, 'সিধা বাত ভি এহি আছে কি ভোটে তিনটা ফেক্টর কাম কোরে, মাস্‌ল, মেন অউর মানি। আপনারা শিক্ষিত্ পাবলিক বুঝেন তো সবই।'

গৃহে ফিরিবার পথে আকলেমা বানুর সহিত দেখা। আমাদের বাড়ির দীর্ঘদিনের রজকিনী। জিজ্ঞাসা করিলাম, এবার ভোট দিবা তো নানি। উত্তর আসিল, হ্যাঁ দিব। হামাদের মোড়ল যাকে বুলবেক তাকেই দিব।

স্বাধীনতার ষাষট্টি বৎসরের সূর্যালোকে আমার ভোট-দর্শন সম্পূর্ণ হইল। 'অন্ধের হস্তীদর্শন' হইল কিনা কে জানে!

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই আষাঢ়-শ্রাবণের বিয়ের কার্ড
পছন্দ করে নিতে হলে সরাসরি
চলে আসুন।
নিউ
কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

ভোট গ্রহণের দিন হঠাৎ লাঠি চার্জ প্রতিবাদে প্রধান রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৭ মে ভোট গ্রহণ শেষ হবার মুখে বেলা পাঁচটা নাগাদ অরঙ্গাবাদ হক সাহেবের মোড়ে ৬৪/৬৫ নং বুথের সামনে এলাকার বাসিন্দাদের ওপর আধা সামরিক বাহিনীর কর্মীরা লাঠি চার্জ করে। জানা যায়, ঐ অঞ্চলে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ প্রায় শেষের দিকে, স্থানীয় বাসিন্দারা আশপাশ এলাকায় আলোচনারত, ঐ সময় আধা সামরিক বাহিনীর একটি গাড়ী এসে ওখানে দাঁড়ায়। সশস্ত্র কর্মীরা গাড়ী থেকে নেমেই দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ওপর এলোপাথারি লাঠি চালায়। কেউ কেউ আশপাশ বাড়ীতে ঢুকে পড়লে তারাও বাড়ী ঢুকে ওদের বার করে নিয়ে এসে প্রচন্ড মারধোর করে। হতচকিত মানুষ এই অন্যায়ের প্রতিবাদে সংঘবদ্ধ হয়ে অরঙ্গাবাদের প্রধান রাস্তা অবরোধ করে। জঙ্গিপুরের রিটার্নিং অফিসার তথা মহকুমা শাসক শুভাশিস সিনহা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। শেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। কি কারণে এই লাঠি চার্জ—সে ব্যাপারে এলাকার মানুষ অন্ধকারে।

এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

মিশেছেন। এলাকার অসুবিধার কথা অনুভব করেছেন। হাই প্রোফাইল একজন নেতা দিনের পর দিন এখানে থেকেছেন। এ সব কিছু মানুষের মনে দাগ কেটেছে। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে তাই প্রণববাবুকে উজার করে ভোট দিয়েছেন। আমরা এক লক্ষেরও বেশী ভোটে জিতব দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি। মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে গিরিয়া-সেকেন্দ্রার মানুষ সি পি এমের লাল চোখকে উপেক্ষা করে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন। বহু বাম মনোভাবাপন্ন মানুষ প্রণববাবুকে ভোট দিয়েছেন শুধু এলাকার উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে। গত ২৫ বছরে জঙ্গিপুর মহকুমার কতটা উন্নয়ন হয়েছে আর প্রণববাবুর সাড়ে চার বছরে কি উন্নয়ন হয়েছে সব দিক বিবেচনা করেই অমূল্য ভোট কেউ নষ্ট করেনি। এক সাক্ষাতকারে এই মতামত জানান রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহঃ আখরুজ্জামান।

এবারের সম্ভাব্য ফলাফল (৩য় পৃষ্ঠার পর)

গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলে না। তাছাড়া প্রণববাবুর জাতপাত দেখে যেভাবে অর্থ বন্টন, ছোট বড় শিল্প করে দিয়েছেন বলে শোনা গেল—তাতে করে এখানে যারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সর্দাররা আছে, তারা সব ছেড়ে তাঁর ছত্রছায়ায় একজোট হয়েছে। ফলে খুনজখম ও বুথ দখলে কংগ্রেস নতুন করে নম্বর পেতে শুরু করলো। প্রণববাবু যে পাগলা ঘোড়াকে খেপালেন তার পরিণতি ভয়াবহ হবে। উনি এইসব করে প্রায় ৫০ হাজার ভোটের ব্যবধানে পাশ করবেন। কেননা আমাদের কেন্দ্র ও রাজ্যের নেতারাও ম্যানেজ হয়েছিল বলেই ঠিক সময়ে টাকা দেয়নি। দুর্বল ও বিতর্কিত প্রার্থী দিলো জেলা কমিটির বিরুদ্ধাচরণ করে। একটাও নেতা এলো না। কুকুরের মতো বেপাড়ায় গিয়ে মার খেয়ে মরলাম। কিছু আগমার্কা বিজেপি নেতা ও কর্মী ঠিক সময়ে বাড়ী ঢুকে গেল। শহরের কোন বুথে এজেন্ট ছিল না। ধাক্কাটাই দিতে পারলাম না। এখন জামানত থাকবে কিনা সন্দেহ। কর্মী, নেতা প্রায়ই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে জঙ্গিপুরে জিতলেও প্রণববাবু প্রধান মন্ত্রী তো দূর অস্ত কোন মন্ত্রীই হচ্ছেন না। কেননা সরকার তো গড়বে এন ডি এ। প্রণববাবু শেষ শক্তি লাগিয়ে সাংসদ শুধু হলেন না, সিটটা প্রায় পাকা করে গেলেন। এরপর ওদের সংস্কৃতি অনুযায়ী ওঁর পুত্র দাঁড়াবেন এবং পাশও করে যাবেন একই কায়দায়।

কবিগুরুর ১৪৯তম জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা : আবৃত্তি, গান, নাচের বর্ণময় সাংস্কৃতিক উপস্থাপনায় জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কবিগুরুর ১৪৯তম জন্মদিন পালিত হয়। এই বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে ৯ মে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ ১ এর বিডিও দীননারায়ণ ঘোষ, তিন প্রবীণ শিক্ষক ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, অরুণ সেনগুপ্ত প্রমুখ। ঐ দিন রঘুনাথগঞ্জের 'সংবিদ সাহিত্য সংস্থা' কবিগুরু স্মরণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ডঃ অসীমকুমার মন্ডল, কাজী আমিনুল ইসলাম, আনন্দগোপাল বিশ্বাস, সুজয়ভূষন দাস কবিগুরুর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রজ্ঞা পারমিতা। স্মরণ দত্তের রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে।

জঙ্গিপুর এলাকায় ভোট শান্তিপূর্ণ (১ম পৃষ্ঠার পর)

রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মুক্তিপ্রসাদ ধর জানান, মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নওদা গ্রামের ১৪৫/১৪৬ বুথে প্রথম দিকে কংগ্রেসের কোন এজেন্টকে ঢুকতে দিচ্ছিল না সি পি এমের লোকেরা। ঐ এলাকার জেলা পরিষদ সদস্যা ঝর্ণা দাস ঘটনাস্থলে গিয়ে এজেন্ট বসিয়ে দিয়ে আসেন। তবে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের ইছাখালি গ্রামে ১০৮/১০৯ বুধ সিপিএমের লোকজন প্রথম থেকেই দখল করে রাখে। ঐ দুটি বুথে রি-পোলিং এর আবেদন রাখবো। মুক্তি অভিযোগ করেন—মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বংশবাটীতে বসে থেকে কংগ্রেসীদের সরিয়ে দিয়ে পুলিশের সাহায্য নিয়ে ৬টি বুথে ভোট করেন। কংগ্রেসের রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক সভাপতি মহঃ আখরুজ্জমান জানান—জঙ্গিপুরের রিটার্ণিং অফিসার তথা মহকুমা শাসককে ভোটের আগের দিন গিরিয়া ও সেকেন্দ্রা এলাকায় বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা নিতে বললে তিনি বি এস এফ মোতায়েন করা হবে বলে জানান। কিন্তু গিরিয়ার ২০টি এবং সেকেন্দ্রার ১৪টি বুথে সাধারণ পুলিশ ও হোমগার্ড দিয়েই ভোট চলে। সেকেন্দ্রার ৩৮/৩৯ বুথ, বড়শিমুল অঞ্চলের ৬২নং সায়েদপুর প্রাঃ স্কুল বুথ, লক্ষ্মীজোলার ১০৯ নং বুথ এক সময় সিপিএমের কব্জায় চলে যায়। অন্যদিকে সিপিএমের জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সোমনাথ সিংহ জানান, গিরিয়া, সেকেন্দ্র, মিঠিপুর সর্বত্র ভোট শান্তিপূর্ণভাবে চলেছে। প্যারা মিলিটারী বাহিনী এলাকায় রুট মার্চ অব্যাহত রাখে। রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মঙ্গলজন বুথে একজন মহিলা অন্য জনের ভোট দিয়ে বার হয়ে আসার সময় প্রকৃত ভোটারের ইটের আঘাতে রক্তাক্ত হন। এই ঘটনায় কিছু সময় ভোট গ্রহণ বন্ধ থাকে।

নৈতিকতার জয় (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভোটের মুখে মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দিরে টাকা দেয়া, সুতি এলাকার 'ধানুক' সম্প্রদায়ের হতদরিদ্র মানুষদের তপশীলি জাতির স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি, ভোটের দিন অনেক শান্তিপূর্ণ বুথের বাম প্রার্থীর এজেন্টদের প্যারা মিলিটারী দিয়ে উঠিয়ে বুথ দখল—সব কিছুই হয়েছে ঐ ভদ্রলোকের নির্দেশে। এর সাথে প্রত্যেকটা মিডিয়ার একপেশে নগ্ন প্রচার। সব জায়গায় মোটা টাকার খেলা চলেছে। তবে আশা করছি—৫০% ৫০% ভোট হবে। এতে আমি কিছু কম, প্রণববাবু কিছু বেশী। আমার যদি পরাজয় হয় তবে তা হবে নৈতিকতার জয়।' ভোটের পরের দিন মৃগাঙ্কবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁর গলায় এই ধরনের আক্ষেপ ঘেরা কথাগুলো বার হয়ে আসে।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুক্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।